

পরমভগবন্নিষ্ঠতাং শ্রদ্ধা তদর্থং কলাবেব কেবলং নিজজন্ম প্রার্থয়ন্ত ইত্যাহ—কৃতাদিষু
প্রজারাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্ । কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ ॥ ২৭৩ ॥

তৎপরায়ণত্বমত্র তদীয় প্রেমাতীশয়বত্বম্ । এতদেব পরমাং শাস্তিমিত্যনেন কার্য-
দ্বারা ব্যঞ্জিতম্ । মুক্তানাংপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণাঃ ॥ স্যাত্ত্বভঃ প্রশান্তাত্মা
ইত্যত্র যদ্বৎ । অত্র কলিমঙ্গেন কীর্তনস্য গুণোৎকর্ষ ইতি ন বক্তব্যম্ । ভক্তিমাत्रে
কালদেশনিয়মস্য নিষিদ্ধত্বাৎ ॥ বিশেষতো নামোপলক্ষ্য চ বিষ্ণুধ্মে ক্ষত্রবন্ধু-
পাখ্যানে—ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা । নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধশ্চ হরেনামনি-
লুপ্তকেনিতি ॥ স্বান্দে পাদুবৈশাখমাহাত্ম্যো বিষ্ণুধ্মে চ—চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্বত্র
কীর্তয়েদিতি । স্বান্দ এব চ—ন দেশকালাবস্থাঅশুদ্ধাদিকমপেক্ষ্যতে । কিন্তু
স্বতন্ত্রমে বৈতন্ম্যম কামিতকামদমিতি । বিষ্ণুধ্মে চ—কলৌক্যতমুগং তস্য কলিস্তস্য
কৃতেষুগে । যস্য চেতসি গোবিন্দো হৃদয়ে যস্য নাচ্যাত ইতি । ন চ কলাবত্তসাধনা-
সমর্থত্বাদেব তেনাল্লেনাপি মহৎফলং ভবতি ন তু তস্য গরীয়ন্তেনেতি মন্তব্যম্ ।
যস্মিন্ গুণমতির্ন যাতি নরকং স্বর্গোহপি যচ্ছিত্তনে বিম্বো যত্র নিবেশিতাত্মনসাং
ব্রাহ্মোহপি লোকোহল্লকঃ । মুক্তিং চেতসি যঃ স্থিতোহমলধিয়াং পুংসাং দদাত্যব্যয়ঃ
কিং চিত্রং যদযং প্রযাতি বিলয়ং তদ্রাচ্যতে কীর্তিতে ॥ ইতি সমাধিপৰ্য্যন্তাদপি
স্মরণাং কৈয়ুতোন কীর্তনৈব্য গরীয়ন্তং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দর্শিতম্ । অতএবোক্ত-
মেতন্নির্বিঘ্নমানানামিত্যাदि । তথাচ, অঘচ্ছিং স্মরণং বিষ্ণোর্বহ্মায়াসেন সাধ্যতে ।
গুপ্তস্পন্দনমাত্রেন কীর্তনস্ত ততো বরমিতি বৈষ্ণবাচিন্তামণৌ । যেন জন্মশতৈঃ পূর্বং
বাস্তদেবঃ সমর্জিতঃ । তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত ॥ ইত্যত্র ।
সর্বাপরাধকুদপীত্যাदि নামাপরাধভঞ্জনস্তোত্রে চ । তস্মাৎ সর্বত্রৈব যুগে শ্রীমৎকীর্তনস্য
সমানমেব সামর্থ্যম্ । কলৌ চ শ্রীভগবতা কৃপয়া তদগ্রাহত ইত্যপেক্ষ্যৈব তত্র তৎ-
প্রশংসেতি স্থিতম্ । অতএব যত্বেষাপি ভক্তিঃ কলৌ কৰ্তব্য। তদা তৎসংযোগে-
নৈবেতু্যক্তম্ । যজ্ঞঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ে যজন্তি হি স্মমেধস ইতি । অত্র চ স্বতন্ত্রমেব
নামকীর্তনমত্যন্তপ্রশস্তম্, হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্ । কলৌ নাস্ত্যেব
নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরগুণা ॥ ইত্যাদৌ । তস্মাৎ সাধুক্তং, কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্য
ইত্যাদিত্রয়ম্ ॥ ১১।৫ ॥ শ্রীকরভাজনো নিমিম্ ॥ ২৭৩ ॥

অতএব করভাজন যোগীন্দ্র ১১।৫।৩৬ শ্লোকে নিমি মহারাজকে বলিয়াছেন—
“হে রাজন্! যাহারা কলিযুগের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রচাররূপ ধর্মকে জানেন,
সেই সকল গুণজ্ঞ ঋষিগণ কলিযুগের অত্যাচার দোষ গ্রহণ করেন না । কীর্তন
প্রচাররূপ সার গ্রহণ করিয়া কলিযুগের আদর করিয়া থাকেন ।” সেই
কলিযুগের গুণই দেখাইতেছেন । যে কলিযুগে প্রচারিত অত্যাচার সাধন-
নিরপেক্ষ সঙ্কীর্তন দ্বারাই সত্যাদি যুগের ধ্যান প্রভৃতি সহস্র সহস্র সাধন-
রাশিতে যাহা লভ্য, তাহা অনায়াসে লাভ করিতে পারা যায় । ১১।৫।৩৭
শ্লোকে কীর্তনেরই মাহাত্ম্য বলিতেছেন—“হে রাজন্! এই কীর্তন হইতে